শিশুর মনস্তত্ত্বে শিক্ষার প্রভাব

শিক্ষার উন্নয়নে নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

অ্যান এল-মোসলিমানি

অনুবাদ
ইমদাদুল হক

সম্পাদনা
রওশন জান্নাত
ফাতেমা মাহফুজ

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

শিশুর মনস্তত্ত্বে শিক্ষার প্রভাব

শিক্ষার উন্নয়নে নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

অ্যান এল-মোসলিমানি

গ্রন্থস্বত্ব ©
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০২৩

প্রকাশক
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
৩০২ বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট (তৃতীয় তলা)
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

পরিবেশক
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)
২৫৩/২৫৪, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
কাঁটাবন, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা- ১২০৫

মূল্য
১৭৫.০০ টাকা, ৫.০০ ডলার

ISBN
978-984-99129-3-4

Bengali Version of 'TEACHING CHILDREN: A Moral, Spiritual, and Holistic Approach to Educational Development' by ANN EL-MOSLIMANY, Translated by Emdadul Haque, Published by BIIT Publications, 302 (Books & Computer Complex Market), 38/3 Banglabazar, Dhaka-1100, Phone: (+88) 01400 403949, 01400 403958; E-mail: biitpublications@gmail.com, Price: BDT 175.00, USD 5

সূচি

প্রারম্ভিকা ০৫

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা ০৯

দ্বিতীয় অধ্যায়
আমাদের পছন্দগুলোর প্রসারণ ১৭

তৃতীয় অধ্যায়
ফ্যাক্টরি স্কুল থেকে স্ট্যান্ডার্ড ম্যানেজমেন্ট প্যারাডাইম ২৫

চতুর্থ অধ্যায়
***তাওহীদের* শক্তি উন্মোচন** ৩৩

পঞ্চম অধ্যায়
সত্যের ঐক্য ৫১

ষষ্ঠ অধ্যায়
মন, মস্তিষ্ক এবং শিক্ষা বিজ্ঞান ৬৭

সপ্তম অধ্যায়
একটি একত্ববাদী (একীভূত) কারিকুলামের অভিমুখে ৭৭

অষ্টম অধ্যায়
***ফিতরাত* না আচরণবাদ?** ৯৩

নবম অধ্যায়
আত্ম-সংকল্প ১০৩

দশম অধ্যায়
ইসলামে নাগরিকদের অংশগ্রহণ ও প্রতিজ্ঞা ১১৭

একাদশ অধ্যায়
আগামীর পথচলা ১৩১

পরিশিষ্ট এ
মন্টেসরি: ইসলামিক স্কুলের জন্য একটি মডেল ১৩৯

পরিশিষ্ট বি
শিক্ষার্থীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়বস্তু (Theme) অন্বেষণ ১৪৬

প্রশ্নমালা ১৫১

প্রারম্ভিকা

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা একশো বছর বা তারও বেশি আগের এবং এই শিক্ষা ব্যবস্থার একটি 'রিবুট' (পুনরায় যাচাই-বাছাই করে নতুন করে শুরু করা) অত্যন্ত প্রয়োজন। একই সময়ে এটিকে শিক্ষার সেসকল পদ্ধতি এবং নীতির সাথে পুনরায় সংযোগ করতে হবে যা প্রগতি ও আধুনিকতার নামে বহুদিন আগে বিস্মৃত হয়ে গেছে। আজ আমাদের আছে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রেণির শিক্ষার্থী আছে, যারা এক শ্রেণিকক্ষ থেকে অন্য শ্রেণিকক্ষে যাওয়া-আসা করছে। অনুপ্রেরণাহীন বই এবং পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে সংযোগহীন এবং সম্পর্কহীন তথ্যের একটি পরিবাহক বেল্ট তাদেরকে খাওয়ানো হয়। তারপর অবিরাম পরীক্ষায় এগুলোকে জাবর কাটানো হয়। প্রাপ্ত স্কোরগুলো দিয়ে একটি বিষয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা যাচাই করা হয় এবং কোন বিষয়ের 'নিপুণতা' মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিযোগিতামূলক, চাপযুক্ত, বিরক্তিকর এবং আত্মাহীন। দুঃখজনকভাবে এটি বিশ্বব্যাপী অধিকাংশ তথাকথিত মুসলিম বিশ্বাসভিত্তিক স্কুলগুলোতে অনুকরণ করা হয়। অবশেষে বাচ্চাদের একটি শিক্ষিত দল বেরিয়ে আসে। কিন্তু তাদের কি সত্যিই 'চিন্তা' বা 'কাজ' করতে শেখানো হয়েছে?

অ্যান এল-মোসলিমানি একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক; যিনি কয়েক দশক ধরে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত আছেন এবং নিজের ইসলামিক স্কুল পরিচালনা করেছেন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় ক্ষেত্রেই এমন একটি সামগ্রিক শিক্ষাদর্শন এবং উপায়ের (approach) ক্রমবর্ধমান আহ্বানে তিনি কণ্ঠ মিলিয়েছেন, যা শিক্ষার্থীদের শিখনে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক অর্থ প্রদান করবে।

এর কারণ বোঝার জন্য একটি মৌলিক ভিত্তি (premise) দিয়ে শুরু করতে হবে। আর তা হলো প্রতিটি শিশু একটি আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তার কাজ কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য জ্ঞানের সন্ধান করা নয়, বরং আল্লাহকে জানা; শিশুর নিজস্ব প্রকৃতি ও মহাবিশ্বে নিজের অবস্থান জানা এবং শেষ পর্যন্ত এগুলোকে মানবজাতির কল্যাণ বয়ে আনে এমন কার্যে রূপায়িত করা। সমগ্র শিক্ষার অভিজ্ঞতাকে উন্নত করার

জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই একটি কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিবর্তনের পথে নির্দেশিত করতে হবে।

একটি সামগ্রিক বিশ্বদৃষ্টির সাথে সাথে মহাবিশ্ব ও এর মাঝের সকল সৃষ্টি সম্পর্কে একটি শিশুর নৈতিক উপলব্ধি লালন করা, বিশ্বকে একটি উত্তম আবাসস্থল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা, অন্যদের সাথে সহাবস্থান ও সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার সক্ষমতা অর্জন প্রতিটি শিশুর সামগ্রিক বৃদ্ধি এবং অগ্রগতির জন্য অত্যাবশ্যক। এর মধ্য দিয়ে প্রতিটি শিশু তার মধ্যকার অপার সম্ভাবনাকে যথাযথ উপলব্ধি করার সুযোগ পাবে।

লেখক আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, স্ট্রিমিং, গ্রেডিং, পুরষ্কার এবং শাস্তির (একটি নির্মম ব্যবস্থা যা শিশুদের আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীলতাকে ক্ষুণ্ন করে এবং যার কার্যকারিতা খুব কম বা যার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই) প্রতিযোগিতামূলক প্রীতি থেকে দূরে থাকলে শিশুরা সুন্দরভাবে বেড়ে উঠবে। আরও উল্লেখ্য, জীবাশ্ম সদৃশ তথ্যগুলো পাঠ্যপুস্তক থেকে দূরে রাখতে হবে, তাদের বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি ও ক্রিয়াকলাপের সাথে সম্পর্কিত করে জীবিত করতে হবে, যাতে একটি বিষয়-ভিত্তিক (theme-based) পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের অন্তর্নিহিত এবং বহুস্তরীয় প্রেক্ষাপটগুলো দেখা যায়। এর মাধ্যমে শিশুকে মূল বিষয়গুলো (এবং বিমূর্ত বিষয়গুলো) সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বুঝ দেয়া এবং অত্যাবশ্যক মানসিক এবং সামাজিক স্তরে তাদের বোধশক্তি বিকাশের সুযোগ দেওয়া হবে।

এই গবেষণাটি শিক্ষা পদ্ধতিকে (অভিজ্ঞতাকে) অনুপ্রেরণামূলক ও উৎসাহব্যঞ্জক করার জন্য সর্বশেষ উদ্ভাবনী সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করার আহ্বান জানায়। এটি প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশকে (শ্রেণিকক্ষ এবং বিদ্যালয়) এমন একটি গতিশীল ও আকর্ষণীয় স্থান করে তুলবে, যেখানে শিক্ষক একজন 'site foreman' বা কারখানার প্রধান সর্দার নন বরং এমন একজন জ্ঞানী রোল মডেল হিসেবে কাজ করবেন যিনি সন্তানের মধ্যে সর্বোত্তমটি লালন করতে সক্ষম।

পরিশেষে, মুসলিম স্কুলগুলোতে যা শেখানো হয় সর্বদা তার কেন্দ্রে আল্লাহ (ইসলামী মূল্যবোধ, রীতিনীতি) থাকা উচিত। কিন্তু সেটি বর্তমান অনুশীলনের

মতো যান্ত্রিক কঠোর উপায়ে নয়, বরং এমন একটি পদ্ধতিতে হতে হবে যা শিশুদের মাঝে আল্লাহর, নবীগণের ও আল-কুরআনের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং উপলব্ধি জাগিয়ে তোলে। যেখানে শিশুদেরকে সব কিছুতে আল্লাহর নিপুণ কারিগরী কাজের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করতে শেখানো হয়। অন্যান্য ধর্মের শিশুদের সাথে মিশে যাওয়া এবং অন্যদের বিশ্বাসের পাশাপাশি সকল মানুষের অধিকারকে সম্মান করতে শেখানো উচিত। শিশুদের বাস্তবতার দ্বি-মেরু সংস্করণ নয় বরং একটি বহু-বিশ্বাস এবং বহু-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়া উচিত যা একটি শক্তিশালী পরিচয় বজায় রাখার সাথে সাথে বিস্তৃত সমাজে একীভূতকরণের সুযোগ দেয়।

এই গবেষণা কাজটি আইআইআইটি কর্তৃক মুসলিম সমাজে শিক্ষার অগ্রগতি সাধন, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের মূল্যায়ন এবং মানবতার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানকে নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণের ধারা বাদ দিয়ে প্রায়োগিক পদ্ধতির ওপর গুরুত্বারোপের কারণে যৌথভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হল আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা এবং জীবনীশক্তিকে এমন একটি শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে ফিরিয়ে আনা যেখানে সর্বদা বস্তুগত বা পার্থিব উন্নতির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল।

আশা করা যায়, উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা আলোচিত বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং প্রস্তাবিত দৃষ্টিভঙ্গি পাঠকদের উপকৃত করবে।

ইসলামী ক্যালেন্ডার (হিজরি) অনুসারে উদ্ধৃত করা তারিখগুলো (AH) দ্বারা চিহ্নিত করা। অন্যথায় সেগুলো গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে এবং প্রয়োজনে (CE) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। যেগুলো সাধারণ ব্যবহারে অন্তর্ভূক্ত সেগুলো বাদে আরবি শব্দগুলো *italic* করা হয়েছে। বৈশিষ্ট্যসূচক (Diacritical) চিহ্নগুলো কেবলমাত্র সেসকল আরবি নামগুলোতে যোগ করা হয়েছে যা সমসাময়িক হিসেবে বিবেচিত হয় না। আরবি তথ্যসূত্র থেকে নেওয়া ইংরেজি অনুবাদ লেখকের নিজের।

আইআইআইটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে যত্নশীল বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার সুবিধার্থে একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। এই উদ্দেশ্যে কয়েক দশক ধরে অসংখ্য গবেষণা, গবেষণা সেমিনার এবং সম্মেলন পরিচালনা করছে। সেইসাথে

ইংরেজি এবং আরবি ভাষায় সাত শতাধিক শিরোনামে সামাজিক বিজ্ঞান এবং ধর্মতত্ত্বের ওপর বিশেষায়িত পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা কাজ প্রকাশ করেছে যার অনেকগুলো অন্যান্য প্রধান ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

সম্পাদকীয় কাজের জন্য সুসান ডগলাস, অ্যান এইচ রেডিং এবং এমিলি সি. স্মিথসহ এই বইটির সমাপ্তির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আল্লাহ তাদের সকল প্রচেষ্টার জন্য তাদের উত্তম প্রতিদান দিন।

হিশাম আল তালিব
Advancing Education in Muslim Societies
জানুয়ারি, ২০১৮

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

মুসলিম-সংখ্যালঘু দেশগুলোতে পূর্ণ-সময়ের ইসলামিক স্কুলের ক্রমবর্ধমান প্রাপ্যতাকে মুসলিম অভিভাবগণ উৎসাহের সাথে স্বাগত জানিয়েছেন। ইসলামিক স্কুলে 'সালাত' দিনের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। শিশুরা শ্রেণিকক্ষে আরবি এবং আল-কুরআন শেখে। স্টাফ এবং শিক্ষার্থী উভয়ের মধ্যে একটি পারিবারিক পরিবেশ তৈরি হবে এই আশায় ক্লাস সাধারণত ছোট হয়। এর ফলে সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণে সৃষ্ট বিভ্রান্তি এবং নৈতিক সমস্যা প্রশমিত হয়।

তবে আমাদের এখনও অনেক দূর যেতে হবে। মৌলিক ইসলামী নীতিগুলো প্রয়োগ করার বিষয়ে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। শুধু আমরা যা শেখাই তা নয় বরং আমরা কীভাবে শিক্ষা দেই তা নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে। ইসলামী শিক্ষাগত দর্শনের (paradigm) একটি দৃষ্টান্ত পুনরুজ্জীবিত করার জন্য প্রয়োজন দূরদর্শী, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণ এবং ইজতিহাদ (স্বাধীন যুক্তি)। এর মানে হল বর্তমান স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা; সংশয়পূর্ণ মনোভাব নিয়ে প্রথাগত সবকিছুর মুখোমুখি হওয়া এবং সকল ধরণের স্কুলের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে প্রচলিত এই শিক্ষাপদ্ধতিটি (methodology) কেন এবং কীভাবে এসেছে তার ইতিহাস পর্যালোচনা করা।

সাধারণত আমাদের নিজস্ব শিক্ষাবিদ্যা (pedagogy) অনুসরণ করার অধিকার আছে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য, দৃষ্টিভঙ্গি এবং লক্ষ্যগুলোকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত না করা পর্যন্ত আমরা এই অধিকারের সদ্ব্যবহার করতে পারি না। এজন্য একজন বহিরাগতের মানসিকতা নিয়ে দেখা প্রয়োজন। প্রচলিত শিক্ষাগত সংস্কৃতি থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন যা আমরা অনায়াসে এবং চিন্তাহীনভাবে আমাদের চারপাশ থেকে গ্রহণ করেছি। আমরা যে ধরনের শিক্ষাকে চিরস্থায়ী করছি তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এবং সমালোচনামূলকভাবে যাচাই করা এবং প্রশ্ন করা যে, বর্তমানের এই শিক্ষার উদ্দেশ্য, বিশ্বদৃষ্টি (worldview), দর্শন এবং জীবনের উদ্দেশ্য ইসলামের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত কিনা।

বর্তমান সময়ের স্কুল প্রায়শই নিয়মতান্ত্রিক স্কুল সংস্কৃতির একটি অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে কোন প্রশ্নের মুখে পড়ে না। ব্যাপক, গভীরভাবে ধারণ করা অনুমান এবং অনুশীলনগুলো এখানে শিকড় গেড়েছে, যাকে Jerome Bruner "লোক শিক্ষাবিদ্যা (Folk Pedagogy)"[১], এবং David Tyack ও Larry Cuban "স্কুলিং এর ব্যাকরণ"[২] বলে অভিহিত করেছেন। এসকল ধারণাগুলোকে সমালোচনামূলকভাবে যাচাই করা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। বক্সের বাইরে যাওয়া কখনোই সহজ নয়-এমনকি তা ঝুঁকিপূর্ণও। সেকারণে আমরা কখনও কখনও পুরানো কারখানা-শৈলীর পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরি। অথচ যারা শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোত্তম মডেল অনুশীলনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তারা পুরনো এই পদ্ধতিকে বাতিল করেছেন। আমরা এমন উপাদান মুখস্থ করার উপর জোর দেই যা আরও বোঝাশোনার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে অনুপ্রাণিত করে না এবং আমরা যা শেখাই তাদের জীবনে তা খুব সামান্যই প্রাসঙ্গিক।

কিছু অভিভাবক ও শিক্ষক প্রাথমিকভাবে নিন্দিত এবং অনৈসলামিক আচরণবাদের উপর নির্ভর করেন। এমন শিক্ষকও আছেন যারা প্রশ্ন করাকে নিরুৎসাহিত করেন, শিশুদের সাথে অসম্মানজনক আচরণ করেন যা নবী মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষা-পদ্ধতির বিপরীত এবং সাধারণভাবে তারা নীচু মানের রোল মডেল। কিছু স্কুল-এমনকি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নির্মিত স্কুলে এমন ছোট এবং সঙ্কুচিত শ্রেণিকক্ষ থাকে যেখানে সহযোগিতামূলক, হাতে-কলমে বা অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার কোনো জায়গা থাকে না।

উসমান বুগাজে বর্তমানের ইসলামী শিক্ষার অবস্থা যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন:

"জ্ঞানের সম্মুখ সীমানা ত্যাগ করার ফলে, মুসলমানরা ধীরে ধীরে জ্ঞানের উৎপাদক থেকে জ্ঞানের ভোক্তা হয়ে পড়েছে। ইতিহাসের আধুনিকতম ও

---

১ জেরোমি ব্রুনার, *দি কালচার অব এডুকেশন*, ক্যামব্রিজ, এমএ: হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৬, পৃ. ৪৬।

২ ডেভিড টায়াক এন্ড ল্যরি কিউবান, *টিঙ্কারিং টুওয়ার্ডস ইউটোপিয়া: এ সেঞ্চুরি অব পাবলিক স্কুল রিফর্ম*, ক্যামব্রিজ, এমএ: হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫০, পৃ. ৮৫-৮৮